الْقَوْلُ الْفَصِيْحُ فِيْ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ



সহিহ হাদিসে

তারাবিহর সালাত

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

الْقَوْلُ الْفَصِيْحُ

فِيْ

صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ

সহিহ হাদিসে তারাবিহর সালাত

মূল আরবি

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

হাফিজ আহমাদ নাঈম



সহিহ হাদিসে তারাবিহর সালাত

মূল আরবি: শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

অনুবাদ:

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
হাফিজ আহমাদ নাঈম

স.ম. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা: ০২

প্রকাশক
সওতুল মদীনা প্রকাশনী
saotulmadina@gmail.com

প্রকাশকাল
শাবান ১৪৪২
এপ্রিল ২০২১

প্রচ্ছদ
মোঃ ওবাইদুল হক
০১৭১৭ ২৫৪ ২৫৪

মূল্য : ৫০ টাকা। ১.৫ পাউন্ড। ২ ডলার।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

তারাবিহ সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কলেবরের এ পুস্তিকাটি সওতুল মদীনা প্রকাশনী থেকে প্রথমবারের মতো বের হচ্ছে। এটি আসলে মূল লেখকের আরেকটি প্রকাশিতব্য গ্রন্থ আল খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ এর তারাবিহ সম্পর্কিত পাঁচটি খুতবার বঙ্গানুবাদ। বাঙালি পাঠকের প্রয়োজনে আমরা এ পুস্তিকায় কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূল আরবি টেক্সট রেখে দেয়া হয়েছে, যাতে পাঠকবৃন্দ মূল উৎস থেকে রেফারেন্স দিতে পারেন। হাদিসগুলো অনুবাদের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া বইয়ের শেষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অল্প কিছু কথা যুক্ত করা হয়েছে।

তারাবিহর নামায বিশ রাকাত হওয়া নিয়ে হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রমজানের আগমন ঘটামাত্র তারাবিহ সম্পর্কে বিতর্ক করার একটা প্রবণতা তৈরী হয়ে গিয়েছে। এর ফলে অনেকগুলো সহিহ হাদিস যেমন অনেকে অস্বীকার করছে, তেমনি উম্মতের ইজমাকে অস্বীকার করে নিজেদের ক্ষতি করছে। একটি সময় এমন অস্বীকৃতি শুধু তারাবিহতে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় অস্বীকার করার প্রবণতার শুরু এখান থেকেই। আশা করি ক্ষুদ্র কলেবরের এ পুস্তিকা তারাবিহ'র নামায সম্পর্কে হাদিসের আলোকে পরিষ্কার একটি ধারনা পেতে পাঠককে সাহায্য করবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অনর্থক বিতর্ক থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
সম্পাদক
সওতুল মদীনা
saotulmadina@gmail.com

সূচিপত্র

৫

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিদের যুগে তারাবিহ ছিল বিশ রাকাত

১১

তাবেয়ি ও আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের যুগে তারাবিহ ছিল বিশ রাকাত

১৫

এগারো রাকাত সম্পর্কিত তারাবিহর হাদিসটি মুদতারিব এবং বাস্তবতার বিপরীত

১৮

তারাবিহর নামাজ জামাতে আদায় করা সুন্নাত

২৫

তারাবিহ সম্পর্কে শায়খ আলবানির বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের জবাব

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিদের যুগে তারাবিহ ছিল বিশ রাকাত

الحَمْدُ للهِ الذِّي جَعَلَ صِيَامَ رَمَضَانَ فَرِيْضَةً ، وَقِيَامَ لَيْلِه سُنَّةً ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ ، صَاحِبِ الوَجْهِ الأَنْوَرِ ، وَالجَبِيْنِ الأَزْهَرِ ، وَصَاحِبِ الحَوْضِ الكَوْثَرِ ، صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِه وَصَحَابَتِه وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أُوْصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

তারাবিহর নামায পবিত্র রমজান মাসের এক বিশেষ অনুষঙ্গ। রমজান মাসের বিশেষ ফযিলতের সাথে তারাবিহের নামাযও প্রাসঙ্গিক। হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ বিশ রাকাত তারাবিহর নামায পড়ে আসছে। এ বিষয়ে ইজমাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে একদল মানুষ তারাবিহর নামাযের রাকাত সংখ্যা নিয়ে অযথা বিভেদ সৃষ্টি করছেন,যা ফিতনা উসকে দিচ্ছে। রমজানের ফযিলত অর্জনে ব্যাস্ত থাকার বদলে মানুষ তারাবিহর রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত।

হাদিসে তারাবিহর নামাযের মর্যাদা স্বীকৃতিঃ

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ইমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানে রাতের নামায পড়ে, তার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়।’[1]

[1] বুখারী ৩৭ । মুসলিম ৭৫৯।

" إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ "

'যখন রমজান আসে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।'[2]

এরপরও আমরা দেখি এই মাসটি শুরু হলেই কিছু মানুষকে উন্মাদনায় পেয়ে বসে। তারা পুরো উম্মতকে বিদাতী আর পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়। এমনকি পুরো মাসকে ঝগড়া বিবাদ আর ফাসাদের মাস বানিয়ে ফেলে।

তাদের কিছু বক্তব্য নিম্নরূপঃ

১। ইসলামে তারাবিহ নামে কোন সালাত নেই।

২। তারাবিহ আট রাকাত। যারা বিশ রাকাত পড়ে, তারা বিদআতি।

৩। পুরো মুসলিম উম্মাহ যদি বিশ রাকাত তারাবিহ পড়ে, তাহলে তাদের সবাই গুনাহগার।

৪। হারামাইন শরিফাইনে যে বর্তমানে বিশ রাকাত তারাবিহ আদায় করা হচ্ছে, সেটা তুর্কিদের ভয়ে।

৫। তারাবিহ আর তাহাজ্জুদ সালাত এক ও অভিন্ন।

কিয়ামে রমজানই তারাবিহঃ

ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে একটি বাবের নাম দিয়েছেন- التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ অর্থাৎ কিয়ামে রমাদান বা তারাবিহর প্রতি উৎসাহপ্রদান।

ইমাম ইবন হাজার আসকালানি ফাতহুল বারিতে 'ফাদলু মান কামা রামাদান' নামক বাবে বলেছেন,

وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ

[2] মুসলিম ১০৭৯

'নববি বলেছেন, রমাদানে কিয়ামের অর্থ তারাবিহ।'[3]
ইমাম নববির খুলাসা গ্রন্থে আরেকটি বাবের নাম আছে এভাবে- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ رَمَضَان وَهُوَ التَّرَاوِيحُ অর্থাৎ রমজানে কিয়াম তথা তারাবিহ মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে।[4]

মহানবি ﷺ বিশ রাকাত তারাবিহ পড়েছেনঃ

দীর্ঘ গবেষণার পর আমরা কিছু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পেয়েছি। সেগুলো আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি:

১। সিলাফি রচিত আল মাশিখাতুল বাগদাদিয়্যাহ গ্রন্থে বিশ্বস্ত রাবীদের সনদসহ [5] জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَصَلّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَةً وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً ، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের এক রাতে বের হলেন এবং লোকদের নিয়ে ২৪ রাকাত নামায পড়লেন। এরপর তিন রাকাত বিতর পড়লেন।'[6]

২। তারিখে জুরজানে কিছুটা দূর্বল সনদে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ ، فَصَلَّى النَّاسُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের এক রাতে বের হলেন এবং লোকেরা ২৪ রাকাত নামায পড়লো এবং এরপর তিন রাকাত বিতর পড়লো।'[7]

৩। ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

[3] ফাতহুল বারি, খন্ড ৪, পৃষ্টা ২৫১
[4] ইমাম নববী, খুলাসাতুল আহকাম
[5] بِسَنَدٍ رِجَالُه المَذْكُوْرُوْنَ ثِقَاتٌ أوْ مَقْبُوْلُوْنَ
[6] ইশা ৪, তারাবিহ ২০ । আল-মাশিখাহ ৯, নাম্বার ২২৩, পৃষ্টা ২৯
[7] تاريخ جرجان ، رقم 556 ، ج 8 ص 317 والصحيح فصلى بالناس

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَالْوِتْرَ"

‘মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে বিশ রাকাত (তারাবিহ) এবং বিতর পড়তেন।’[৪]

এই হাদিসটি তাবারানি আল মুজামুল কাবির ও আল মুজামুল আওসাতে , ইবন আবি শায়বা তাঁর আল মুসান্নাফে, খতিব বাগদাদী তাঁর আত তারিখে, ইবন আব্দিল বার তাঁর আত তামহিদে, আবদ ইবন হুমায়দ তাঁর মুসনাদে, বায়হাকি তাঁর আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থে এবং অন্যান্য আরও অনেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিসটির সনদে আবু শায়বাহ ইবরাহিম ইবন উসমান আল আবসি আল কুফি রয়েছেন। তিনি দূর্বল রাবী।

আমি বলি, সহিহ বুখারি ও মুসলিমের সহিহ হাদিসগুলোর মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীহর নামায জামাতের সাথে আদায় করেছেন, যদিও সেখানে রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। উপরোক্ত হাদিসগুলোতে রাকাত সংখ্যা চলে এসেছে। এছাড়া সাহাবি, তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের যুগে তারাবিহর রাকাত সংখ্যা নিয়ে যেসব বর্ণনা সামনে আসবে, সেগুলোও উপরোক্ত হাদিসগুলোর শাওয়াহিদ হিসেবে ধর্তব্য।

সাহাবিগণ বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন

সাহাবিগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন বিশ রাকাত তারাবিহর সালাত আদায় করতেন। বিশেষভাবে উমর ও আলী রা. এর যুগের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা এমন বিষয়ই খুঁজে পাবো।

---

[৪] আল-মুজামুল কাবির ১২১০২, আল-মুজামুল আওসাত্ব ৫৪৪০, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৭৬৯২, তারিখে বাগদাদ ১৯৭৬, আত্তামহিদ ৮/১১৫, সুনানুল কুবরা / বাইহাকী ৪২৮৬। সনদে আবূ শাইবাহ দূর্বল।

উমর রা. এর যুগে

১। সহিহ বুখারিতে আব্দুর রহমান ইবন আবদ আল-কারির সূত্রে বর্ণিত আছে,

قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . رضى الله عنه . لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

‘আমি রমযানের এক রাতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কেউ এমনভাবে সালাত আদায় করছে যে তার ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। উমর রা. বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে।’ এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এবং উবাই ইবনু কাব রা. এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি উমর রা. এর সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। উমর রা. বললেন, ‘কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর।’ এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।’[9]

তার মানে ২য় খলীফার যুগেও এভাবেই তারাবিহ পড়া হতো।

[9] বুখারী ২০২০

২। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ সনদে ইবন আবি শায়বার আল মুসান্নাফ গ্রন্থে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً

'তিনি একজন ব্যক্তিকে আদেশ করলেন যে, তিনি যেন সবাইকে নিয়ে বিশ রাকাত (তারাবিহ) পড়েন'। [10]আমি বলি, এ বর্ণনার সকল রাবি বুখারি ও মুসলিমের এবং বিশ্বস্ত।

৩। ইয়াযিদ ইবন রুমানের সূত্রে মুয়াত্তায় ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ সনদে উল্লেখ করা হয়েছে,

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে রামাদ্বান মাসে লোকেরা ২৩ রাকাত নামায পড়তো।'[11] আমি বলি, এ বর্ণনার সকল রাবি বুখারি ও মুসলিমের এবং বিশ্বস্ত।

৪। ইমাম বায়হাকি তাঁর আল মারিফাহ ও আস সুনানুস সগির গ্রন্থে সহিহ সনদে ইয়াযিদ ইবন খুসায়ফার সূত্রে এবং তিনি বিশিষ্ট সাহাবি সাইব ইবন ইয়াযিদ রা. থেকে বর্ণনা করেন,

كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

'আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সময়ে বিশ রাকাত নামায এবং বিতর পড়তাম।' ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনার সনদ সহিহ। [12]

৫। ইবনুল জাদের মুসনাদে ইমাম বুখারির শর্তানুযায়ী সহিহ সনদে ইয়াযিদ ইবন খুসায়ফার সূত্রে বিশিষ্ট সাহাবি সাইব ইবন ইয়াযিদ রা. থেকে বর্ণিত আছে,

---

[10] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮২

[11] মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক, হাদিস ৫

[12] খুলাসাতুল আহকাম ১৯৬০

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَإِنْ كَانُوا لَيَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ مِنَ الْقُرْآنِ

'লোকেরা উমর রা. এর সময়ে রমজান মাসে বিশ রাকাত [তারাবিহ] পড়তো। তাঁরা কুরআনের দুশ আয়াত পড়তেন।'[13]

আমি বলি, এ বর্ণনার সকল রাবি বুখারির এবং বিশ্বস্ত।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর যুগে

ইবন আবিল হাসনা বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً[14]

'আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক লোককে আদেশ করেছিলেন, তিনি যেন সবাইকে নিয়ে রমজানে বিশ রাকাত নামায আদায় করেন।'

এছাড়া শুতায়র ইবন শাকাল রা. এর ব্যাপারে বর্ণিত, (একটি মতানুসারে তিনি সাহাবি ছিলেন)

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

'তিনি রমজানে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এবং বিতর পড়তেন।'[15]

আমরা যেসব হাদিস উল্লেখ করলাম, তাতে প্রমাণিত হলো, বিশ রাকাত তারাবিহই সহিহ এবং গৃহীত মত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবিগণের যুগে এর উপরেই আমল হয়েছে।

তাবেয়ি ও আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের যুগেও তারাবিহ ছিল বিশ রাকাত

ইতিপূর্বে আমরা হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের যুগে বিশ রাকাত তারাবিহর

[13] মুসনাদ ইবনুল জা'দ, হাদিস ২৯২৬, শামেলা হাদিসাহ ২৮২৫

[14] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮১

[15] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮০

কথা তুলে ধরেছি। এখানে আমরা পরবর্তী যুগ অর্থাৎ তাবেয়ীদের যুগ ও আইম্মায়ে মুজতাহেদিনের যুগে তারাবিহর নামাযের রাকাতসংখ্যা তুলে ধরছি।

তাবেয়িগণ বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন

১। একটি মতানুসারে শুতায়র ইবন শাকল তাবেয়ি ছিলেন। ইবন আবি শায়বা আব্দুল্লাহ ইবন কায়সের সূত্রে এবং তিনি শুতায়র ইবন শাকাল এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

'তিনি রমজানে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এবং বিতর পড়তেন।'[16]

২। নাফি ইবন উমর বিশিষ্ট তাবেয়ি ইবন আবি মুলাইকার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন,

كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

'ইবন আবি মুলাইকা আমাদেরকে নিয়ে রমজান মাসে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন।'[17]

চার ইমামের দৃষ্টিতে তারাবিহ

হানাফি: আবু হানিফা আল ইমামুত তাবেঈঃ শামসুল আইম্মা সারাখসি বলেন,

فَإِنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ عِنْدِنَا ..... كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُصَلِّي عِشْرِينَ رَكْعَةً كَمَا هُوَ السُّنَّةُ

আমাদের মতে তারাবিহ বিতর ছাড়া বিশ রাকাত ... যেমন আবু হানিফা র. বলেছেন, তারাবিহ বিশ রাকাত পড়া হবে এবং বিশ রাকাত পড়াই সুন্নত।' [18]

---

[16] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ ৭৬৮০

[17] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, তাহকিক আউয়ামাহ, হাদিস ৭৭৬৫

[18] মাবসুত্ব ২/১৪৪

শাফেঈ: ইমাম শাফেঈ র. বলেন,

وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً أَنْ يُصَلُّوا عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ

'আমার কাছে পছন্দনীয় মত হলো, যখন তারা এক জামাত হবে সবাই বিশ রাকাত তারাবিহ এবং তিন রাকাত বিতর পড়বে।'[19]

ইমাম নববি বলেন,

فَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ وَتَجُوزُ مُنْفَرِدًا وَجَمَاعَةً

'সালাতুত তারাবিহ আলিমদের ইজমা অনুসারে সুন্নাত। আমাদের মাযহাব অনুসারে এটা দশ সালামে বিশ রাকাত হবে (অর্থাৎ দু'রাকাত করে) । এটা একাকী ও জামায়াতবদ্ধ-দুভাবেই পড়া জায়েয।'[20]

হাম্বলি: হাম্বলি মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম ইবন কুদামা বলেন,

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِيهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ

'আবু আব্দিল্লাহ (ইমাম আহমদ) র. এর গৃহীত অভিমত হলো তারাবিহ বিশ রাকাত। একই মত দিয়েছেন সুফয়ান সাওরি, আবু হানিফা ও শাফেঈ। ইমাম মালিক বলেছেন ছত্রিশ রাকাত।'[21]

মালেকি: এ প্রসঙ্গে ইমাম নববি বলেন,

وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا سَبَبُهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ طَوَافًا وَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَطُوفُونَ بَعْدَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مُسَاوَاتَهُمْ فَجَعَلُوا مَكَانَ كُلِّ طَوَافٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَزَادُوا سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثٍ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

'আহলে মদিনার আমল হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে, আমাদের মাজহাবের আলিমগণ এর কারণ সম্পর্কে বলেন, প্রতি চার রাকাত

---

[19] মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ৫৪০৩

[20] মাজমু শরহে মুহাজ্জাব ৪/৩১

[21] আল-মুগনী ২/১২৩

তারাবির পর মক্কাবাসীরা একবার তাওয়াফ করতেন এবং এরপর দুরাকাত নামায পড়তেন। তবে পঞ্চমবার অর্থাৎ বিশ রাকাত শেষ হবার পর আর তাওয়াফ করতেন না। মদিনাবাসীরাও তাঁদের মতো করতে চেয়েছেন। এজন্য তাঁরা প্রত্যেক তাওয়াফের জায়গায় চার রাকাত নামায পড়েছেন। এভাবে ১৬ রাকাত নামায তাঁরা বাড়িয়েছেন এবং সবশেষে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। এভাবে মোট নামায হয়েছে ৩৯ রাকাত। আল্লাহই ভালো জানেন।’[22]

তারাবিহর নামায বিশ রাকাতের উপর ইমামদের ইজমা

তারাবিহর সালাত বিশ রাকাত হবার ব্যাপারে ইমামগণ ইজমা করেছেন। তিরমিযি বলেন,

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشْرُوْنَ رَكْعَةً . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

‘উমর, আলি রা. ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সাহাবিগণ থেকে যে বিশ রাকাত তারাবিহর কথা বর্ণিত হয়েছে, বেশিরভাগ আলিমদের মত তেমনই। সুফয়ান সাওরি, ইবন মুবারক, শাফেই প্রমুখের মতও এটা। শাফেঈ র. এও বলেছেন যে, আমাদের শহর মক্কার অধিবাসীদেরকেও আমি এভাবে অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তে দেখেছি।’[23]

হাফিজ ইবন তায়মিয়্যা বলেন,

فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. فَرَأَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ

[22] মাজমু শরহে মুহাজ্জাব ৪/৩৩

[23] সুনান তিরমিযি, হাদিস ৮০৬ এর নীচে

‘এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবন কাব রা. রমজান মাসে সাহাবিদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। বেশিরভাগ আলিমের মতে এটা সুন্নাত। কারণ উবাই এটা মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে কায়েম করেছিলেন। তখন কেউ আপত্তি করেননি।’[24]

শায়খ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব বলেন,

وَلَنَا أَنَّ عُمَرَ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

‘উমর যখন লোকদেরকে উবাই ইবন কাব রা. এর ইমামতিতে একত্রিত করেছিলেন, তখন তিনি সবাইকে নিয়ে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়েছিলেন।[25]

অতএব এটা স্পষ্ট যে, চার মাযহাবের ইমামগণ বিশ রাকাত তারাবির উপরে ইজমা করেছেন। আহলে মদিনা থেকে যে বাড়তি রাকাতগুলোর কথা বর্ণিত আছে, সেটা আসলে তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদ অনুসারে। তার কারণ ইমাম নববী আল মাজমু গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১১ রাকাত সম্পর্কিত তারাবিহর হাদিসটি মুদতারিব এবং বাস্তবতার বিপরীত

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে সাইব ইবন ইয়াযিদ এগারো রাকাতের যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তা মুদতারিব। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে ইদতিরাব করে ফেলেছেন। খোদ ইমাম মালিক এই হাদিসের উপর আমল করেননি।

মালিক মুহাম্বদ ইবন ইউসুফ থেকে এবং তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

[24] মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/১১২

[25] মুখতাসারুল ইনসাফ ১৫৭

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. উবাই ইবন কাব ও তামিম দারী রা. কে লোকদের নিয়ে ১১ রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।' [26]

আবার মুহাম্মদ ইবন নাসর বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ থেকে এবং তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে, তিনি বলেছেন,

كُنَّا نُصَلِّيْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

'আমরা উমর ইবন খাত্তাব রা. এর সময়ে রমজান মাসে ১৩ রাকাত নামায পড়তাম।'[27]

সানআনী বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ থেকে এবং তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে, তিনি বলেছেন,

أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةُ

'উমর ইবন খাত্তাব রা. রমজান মাসে উবাই ইবন কাব ও তামিম দারি রা. এর ইমামতিতে লোকদেরকে ২১ রাকাত নামাযে একত্রিত করেছিলেন।'[28]

এখানে রাবি মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের ইদতিরাব সাব্যস্ত হচ্ছে। সামনে বিশ রাকাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং ইদতিরাব সাব্যস্ত হওয়া নিয়ে আরও আলোচনা আসবে। আসলে শেষের বর্ণনাটি সবার মতের সাথে মিলে যায়। তা হলো বিশ রাকাত তারাবিহ ও এক রাকাত বিতর। ইবন হাজার আসকালানি এমনটাই বলেছেন।

বায়হাকি ইয়াযিদ ইবন খুসাইফা থেকে এবং তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন,

كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

[26] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস ৪
[27] আল-মানহাল শরহে সুনান আবু দাউদ ৭/৩১৮
[28] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৭৭৩০

‘আমরা উমর রা. এর যুগে বিশ রাকাত তারাবিহ এবং বিতর পড়তাম।’ [29]

মুল্লা আলী কারী বলেন, বায়হাকি আল মারিফাহ গ্রন্থে সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন,

كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

‘উমর রা. এর সময়ে আমরা বিশ রাকাত তারাবিহ এবং বিতর পড়তাম।’ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনার সনদ সহিহ।[30]

এছাড়া নামপুরুষে আরেকটি হাদিস ইয়াযিদ ইবন খুসায়ফা থেকে এবং তিনি সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

‘লোকেরা উমর রা. এর সময়ে রমজান মাসে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তো।’[31]

ইয়াযিদ ইবন রুমান বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

‘লোকেরা উমর রা. এর সময়ে রমজান মাসে ২৩ রাকাত তারাবিহ পড়তো।’[32]

বায়হাকি বলেন,

وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ

[29] মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার / বাইহাকি ৫৪০৯, সুনানে সগীর/বাইহাকি ৮২১
[30] মিরকাত ৩/৯৭২
[31] আসসুনানুল কুবরা/বাইহাকি ৪২৮৮
[32] মুয়াত্বা ইমাম মালিক, হাদিস ৫

'উভয় ধরনের বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সম্ভব। তা হলো, তাঁরা প্রথমে ১১ রাকাত পড়তেন। এরপর বিশ রাকাত পড়তেন। সবশেষ তিন রাকাত দিয়ে বিতর পড়তেন। আল্লাহই ভালো জানেন।' [33]

হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি ফাতহুল বারিতে বলেছেন,

وَالِاخْتِلَافُ فِيْمَا زَادَ عَنِ الْعِشْرِينَ رَاجِعٌ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْوِتْرِ وَكَأَنَّهُ كَانَ تَارَةً يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَتَارَةً بِثَلَاثٍ

'বিশ রাকাতের উপর কত রাকাত বেশি হবে, তা নিয়ে যে ইখতিলাফ, তা আসলে বিতর নিয়ে ইখতিলাফের জন্য। সম্ভবত তাঁরা কখনও এক রাকাত আবার কখনও তিন রাকাত দিয়ে বিতর পড়তেন।'[34]

এছাড়া সহিহায়নে আম্মাজান আয়েশা রা. এর যে ১১ রাকাতের হাদিস, সেটি রমজানসহ সব সময়ের জন্য। উমর রা. এর সময়ে সাহাবিগণ সবাই যখন বিশ রাকাত তারাবিহর উপর সুকুতি ইজমা করেছিলেন, তখনও আয়েশা রা. তাঁর ঘরে পাশেই থাকতেন। তিনি একবারও মতবিরোধ করেননি। এছাড়া তিনি ১৩ হিজরি থেকে ৫৮ হিজরি অর্থাৎ উমর রা. এর খিলাফত আমল থেকে ৪৫ বছর তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ফতোয়ার অন্যতম একজন দিকপাল ছিলেন। তিনিও বিশ রাকাত তারাবিহর পক্ষে ছিলেন। তাই তাঁর যে হাদিস, সেটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবিহ সম্পর্কে নয়। মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের ইদতিরাবে তারজীহ হয়ে গেছে আসকালানির বক্তব্যে।

তারাবিহর নামাজ জামাতে আদায় করা সুন্নাত

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে জামাতে তারাবিহ আদায়

[33] আসসুনানুল কুবরা/বাইহাকি ৪২৮৮

[34] ফাতহুল বারি শরহে বুখারী ৪/২৫৩

১। সহিহ বুখারিতে আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا "

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক রাতের মধ্যভাগে ঘর থেকে বের হলেন এবং মাসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু সাহাবী রদিয়াল্লাহু আনহুম নামাজ আদায় করলেন। সকালে সাহাবীগণ এ নিয়ে আলোচনা করার ফলে দ্বিতীয় রাতে পুর্বের চাইতে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও সাহাবীগণ এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লি সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে আসলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে অনেক সাহাবার উপস্থিতির কারণে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামজের জন্য বের হলেন এবং ফজরের নামাজ শেষ করে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের দিকে ফিরে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, ‘আম্মা বা’দ মাসজিদে তোমাদের উপস্থিতি আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, এই নামাজটি তোমাদের জন্য ফরয করে

দেওয়া হবে আর তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়বে'।[35]

২। সহিহ মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ " قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ " . قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক রাতে মাসজিদে নামাজ আদায় করলে একদল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম তার সাথে নামাজ আদায় করেন। পরের রাতে আবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে নামাজ আদায় করলে আগের তুলনায় বেশি মানুষ একত্রিত হয়। অতঃপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম মাসজিদে একত্রিত হলেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন না। অবশেষে তিনি মাসজিদে ফজরের সময় আসলেন এবং বললেন, তোমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম, আমার যদি এই আশংকা না থাকতো যে তোমাদের উপরে রাতের নামাজটি ফরজ হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই আমি মাসজিদে উপস্তিত হতাম।' রাবি বলেন : উক্ত ঘটনা রমযান মাসে ছিলো।[36]
৩। মুসতাদরাক হাকেমে সহিহ সনদে আবু ত্বালহা ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে হিমস শহরে মিম্বারে বলতে শুনেছি,
قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ

[35] বুখারী ৯২৪
[36] সহিহ মুসলিম ৭৬১

اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، وَكُنَّا نُسَمِّيهَا الْفَلَاحَ، وَأَنْتُمْ تُسَمُّونَ السَّحُورَ

'আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রমযান মাসের তেইশ তম রাতের এক তৃতীয়াংশ নামায আদায় করেছি, তারপর পঁচিশ তম রাতে অর্ধেক রাত নামায আদায় করেছি, এবং সাতাশতম রাতে নামায এত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিলো যে, আমাদের আশংকা হলো আমরা হয়তো সাহরি করার সময় পাবো না। আমরা সাহরির সময় কে ফালাহ বলতাম যাকে তোমরা এখন সাহরি বলো।'

হাদিসটি বুখারি রাহিমাহুল্লাহ এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ কিন্ত তা সহিহাইনে উল্লেখ করা হয়নি। এই হাদিসটি তারাবির নামাজ মাসজিদে আদায় করা যে সুন্নাহ, তার স্পষ্ট দলিল। আলি রদিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মাসজিদে তারাবির নামাজ চালু করার জন্যে পরামর্শ দিতেন এবং এক পর্যায়ে তিনি তা মাসজিদে চালু করেন।[37] নাসায়ি, আবু দাউদ ইবনে মাজাহ[38] প্রমুখও বর্ণনা করেছেন।

৪। মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল মারওয়াযি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا عَفَّانُ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ , فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ , حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا , فَلَمَّا

[37] মুস্তাদরাক ১৬০৮
[38] নাসাঈ ১৩৬৪, ১৬০৫। আবূ দাঊদ ১৩৭৫। ইবনু মাজাহ ১৩২৭

أَصْبَحْنَا , قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ فَطِنْتَ لَنَا الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , وَذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ

'ইসহাক ইবনে ইবরাহিম আমাদের কাছে আফফান হতে বর্ণনা করেছেন তিনি সুলাইমান হতে বর্ণনা করেন যে, সাবেত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে রাতে নামাজ আদায় করছিলেন। আমি এসে তার পাশে দাঁড়ালাম। এরপর আরো একজন এসে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর আরো একজন। এরকম করে কয়েকজন একত্রিত হয়ে গেলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন আমরা তার পিছে জামাতে নামাজ আদায় করছি, তিনি দ্রুত রামাজ শেষ করে তাঁর হুজরাতে প্রবেশ করলেন। তিনি হুজরাতে এমন ভাবে নামাজ আদায় করলেন যা আমাদের সাথে করেন নি। সকাল বেলা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলাম : আপনি কি রাতে আমাদের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ এবং সে জন্যেই আমি দ্রুত হুজরাতে ফেরত গিয়েছি।'[39]

৫। আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার সনদে মুসলিম ইবনে খালেদ (দুর্বল রাবি) রয়েছেন। আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " مَا هَؤُلاَءِ " . فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا "

'একদা রমযানের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদের এক কোনায় কিছু ব্যাক্তি কে জামাতে নামাজ আদায় করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? সাহাবারা

[39] মুখতাসার কিয়ামুল্লাইল ওয়া কিয়ামু রামাদ্বান ১/২১৬

বললেন : এঁরা এমন কিছু মানুষ যাদের কোরআন মুখস্ত নেই। তাই তারা উবাই ইবনে কা’ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে নামাজ আদায় করছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তারা সঠিক কাজ করেছে এবং তা কতই না উত্তম।’’[40]

৬। ইমাম বায়হাকি তার তিনটি গ্রন্থে (আস সুনানুল কুবরা[41], মা’রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, [42] ফাদাইলুল আওকাত[43]) সালাবাহ ইবনে আবি মালেক আল কুরাজি থেকে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ :خَرَجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَرَأَى نَاسًا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: " مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ " قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ وَهُمْ مَعَهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ: قَدْ أَحْسَنُوا، أَوَ قَدْ أَصَابُوا " وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ لَهُمْ

একদা রমযানের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদের এক কোনায় কিছু ব্যক্তি কে জামাতে নামাজ আদায় করতে দেখলে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তখন কোনো এক ব্যক্তি বললো, ‘হে আল্লাহর রসুল! এঁরা এমন কিছু মানুষ, যাদের কোরআন মুখস্থ নেই। তাই তারা উবাই ইবনে কা’ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে নামাজ আদায় করছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা উত্তম কাজ করেছে অথবা বললেন সঠিক কাজ করেছে। এবং তিনি তা অপছন্দ করেন নি।’

---

40 সুনান আবূ দাউদ ১৩৭৭

41 السنن الكبرى ، كتاب الصلاة جماع أبواب صلاة التطوع، وقيام شهر رمضان باب من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظا ، حديث 4282

42 معرفة السنن والآثار ، كتاب الصلاة قيام رمضان ، حديث 5400

43 فضائل الأوقات ، باب صلاة التراويح في شهر رمضان ، حديث 122

হাদিসটি মুরসাল হাসান। সালাবাহ ইবন আবি মালিক আল কুরাজি প্রথম তবকার তাবেয়ী ও মদিনাবাসী ছিলেন। ইবন মানদাহ তাঁকে সাহাবি গণ্য করেছেন।

সাহাবিদের যুগে জামাতের সাথে তারাবিহর নামাজ আদায়

সহিহ বুখারিতে আব্দুর রহমান ইবন আবদ আল-কারির সূত্রে বর্ণিত আছে,

قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . رضى الله عنه . لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

'আমি রমযানের এক রাতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কেউ এমনভাবে সালাত আদায় করছে যে তার ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। উমর রা. বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে।' এরপর তিনি মনস্থির করে উবাই ইবনু কাব রা. এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি উমর রা. এর সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। উমর রা. বললেন, 'কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর।' এর দ্বারা তিনি শেষ

রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।’[44]

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাতে বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ হাদিসে আছে, ওয়াকি ইমাম মালেক ইবনে আনাস হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً

‘উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ইমামকে বিশ রাকাত নামাজ পড়ানোর আদেশ দেন।’[45]

ইবনে আবি শায়বা বলেন, ওয়াকি আমাদের কাছে হাসান ইবনে সালিহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনে কাইস হতে, তিনি ইবনে আবিল হাসনা’ হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً [46]

‘আলি রদিয়াল্লাহু আনহু একজন ব্যক্তিকে রমজানে ইমাম নিয়োগ দেন এবং তাকে বিশ রাকাত নামাজ পড়ানোর আদেশ দেন।

তারাবিহ সম্পর্কে আলবানির বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের জবাব

একাধিক সহিহ দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তারাবিহর নামায ২০ রাকাত। এক্ষেত্রে উম্মতের ইজমাও রয়েছে। কিন্তু শায়খ আলবানির মত হলো, যতই সহিহ দলিল থাকুক, ১১ রাকাতের উপর বাড়িয়ে পড়া জায়েয নেই। লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আলবানি তার সালাতুত তারাবিহ গ্রন্থে বলেন

اقْتِصَارُه صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى الإحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً دَلِيْلٌ عَلى عَدَمِ جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا [47]

---

[44] বুখারী ২০২০

[45] مصنف ابن أبي شيبة ، حديث 7682

[46] مصنف ابن أبي شيبة ، حديث 7681

[47] صلاة التراويح / الشيخ الألباني ، صفحة 22

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এগারো রাকাত নামায পড়ায় সীমাবদ্ধ থাকায় প্রমাণ হয় যে, এর বেশি সংখ্যক রাকাত নামায পড়া জায়েয নয়।'
আমরা আপনাদের সামনে কিছু দলিল পেশ করছি যেগুলো প্রমাণ করবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। এমন কেউ কি আছেন যিনি এগুলো রদ করতে পারবেন ?
১ - সহিহ বুখারি তে আছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [48]
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত নামাজ আদায় করতেন এবং ফজরের আযান হলে সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।
২ - সহিহ মুসলিমে য়াযিদ ইবনে খালেদ আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
لأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ فَصَلَّى . رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .
আমি ইরাদা করলাম যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতে আদায়কৃত নামায ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন, অতঃপর অনেক দীর্ঘ করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর একটু সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে দুই

[48] صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ، حديث 1164

রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর আরেকটু সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন, অতঃপর বিতির নামাজ আদায় করার মাধ্যমে সর্বমোট তেরো রাকাত নামাজ আদায় করলেন। [49]

৩ - সহিহ বুখারি (যদি কেউ ইমামের বাম পাশে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাহলে নামাজ ভঙ্গ হবে না অধ্যায়) তে ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে :

قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ . وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ . ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ [50] وَهُوَ فِي صَحِيْحِ مِسْلِمٍ [51]

'আমি আমার খালা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরাতে ছিলাম এবং সে রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসেন , তিনি ওযু করে নামাজ আদায় শুরু করলে আমিও ওযু করে তার বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধরে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তিনি সর্বমোট তেরো রাকাত নামাজ আদায় করে শুয়ে পড়লেন, এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকা শুনতে পাচ্ছিলাম।' হাদিসটি সহিহ মুসলিমেও আছে।

৪ - তিরমিযি শরিফে সহিহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

---

[49] صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدُّعَاءِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ ، حديث 765

[50] صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُمَا ، حديث 698

[51] صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدُّعَاءِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ ، حديث 763

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [52]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত নামাজ আদায় করতেন, তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন।

৫ - সুনানে আবু দাউদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, যা আলবানি সহিহ বলেছেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لاَ يَجْلِسُ فِي شَىْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ فَيُسَلِّمَ [53]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত নামাজ আদায় করতেন যার মধ্যে পাঁচ রাকাত বিতির থাকতো যে পাঁচ রাকাতে কোনো বৈঠকে না বসে শুধুমাত্র পঞ্চম রাকাতে শেষ বৈঠকে বসে সালাম ফেরাতেন।

৬ - সুনানে আবু দাউদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসকে আলবানি সহিহ বলেছেন। সেটি হলো,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ [54]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকাত নামাজ আদায় করতেন যাতে সাত রাকাত বিত,র থাকতো , দুই রাকাত নামাজ বসে বসে আদায় করতেন , এবং ফজরের আযানে ও একামতের মাঝে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন ।

---

[52] سنن الترمذي ، حديث 442

[53] سنن أبي داود ، كتاب التطوع ، باب في صلاة الليل ، حديث 1338

[54] سنن أبي داود ، كتاب التطوع ، باب في صلاة الليل ، حديث 1350

৭. তিরমিযি শরিফে সহিহ সনদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত:

كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[55]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামাজ তেরো রাকাত ছিলো , তার মধ্য হতে পাঁচ রাকাত বিতর আদায় করতেন যে পাঁচ রাকাতে কোনো বৈঠকে না বসে শুধুমাত্র ৫ম রাকাতে শেষ বৈঠকে বসে সালাম ফেরাতেন, এবং ফজরের আযান হলে সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।
একই বিষয়ে আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিসকে হাসান সহিহ বলেছেন।

৮ - ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى حَاجَتَهُ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ .وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ .فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا ". قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ. فَلَقِيتُ

---

[55] سنن الترمذي ، أبواب الوتر ، باب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِخَمْسٍ ، حديث 459

رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ [56]

একবার আমি মায়মুনা রা. এর ঘরে রাতে ছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে তার প্রয়োজনাদি সেরে মুখ-হাত ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে পানির মাশকের নিকট গিয়ে এর মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন ওযু করলেন যে; তাতে বেশী পানি লাগালেন না। অথচ পুরা ওযুই করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছু দেরী করে উঠলাম। এজন্য যে, আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার অনুসরণকে দেখে ফেলেন। যা হোক আমি ওযু করলাম। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তার ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন।

এরপর তার তেরো রাকাআত সালাত পূর্ণ হলো। তারপর তিনি আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি নাক ডাকতেও লাগলেন। তার অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুমে মৃদু নাক ডাকাতেন। এরপর বিলাল রা. এসে তাকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন ওযু না করেই সালাত আদায় করলেন। তার দু'আর মধ্যে এ দু'আও ছিল, ‘‘ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে বামে, আমার উপর-নীচে, আমার সামনে-পেছনে, আমার জন্য নূর দান করুন।’

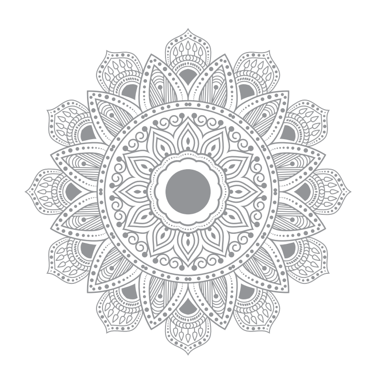
কুরায়ব র. বলেন, এ সাতটি আমার তাবুতের মত। এরপর আমি আব্বাসের পুত্রদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তিনি আমাকে এ সাতটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করলেন এবং রগ, গোশত,

[56] صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ ، حديث 6316

রক্ত, চুল ও চামড়ার উল্লেখ করলেন এবং আরো দুটির কথা উল্লেখ করেন।

উপরে উল্লেখিত সহিহ হাদিস গুলো দ্বারা স্পষ্ঠ ভাবে প্রমানিত হয় যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা ফজরের দুই রাকাত ব্যতীত **১১** রাকাতের উপর নামাজ আদায় করেছেন , আর সে জন্যেই যে ব্যক্তি একথা বলবে, রাতে **১১** রাকাতের বেশি পড়া জায়েয নেই, তার কথা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে। এভাবে নাজায়েয বলে দেয়া মূর্খতাসুলভ। এছাড়া একথা আল্লাহ ও তার রসুলের উপরে মিথ্যা অপবাদও বটে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইমানের সৌন্দর্যে সুন্দর করুন। আমাদের সুপথপ্রদর্শনকারী ও সুপথপ্রাপ্ত বানান। আমাদেরকে অন্যদের হিদায়েতের ওয়াসিলা বানান। আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদের মাধ্যমে অন্যদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ। আপনি কলবের পরিবর্তনকারী। আপনি আমার কলবকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন। আমিন।



আমাদের কয়েকটি প্রকাশনা

১। সওতুল মদীনা, রবিউস সানি, ১৪৪২ (শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি র. সংখ্যা)
২। সওতুল মদীনা, জুমাদাল আউয়াল, ১৪৪২ (মুজাদ্দিদে আলফে সানি র. সংখ্যা)
৩। সওতুল মদীনা, জমাদিউস সানি সংখ্যা, ১৪৪২
৪। সওতুল মদীনা, রজব, ১৪৪২ (খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী র. সংখ্যা)
৫। সহিহ হাদিসে শবে বরাত- শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
৬। সহিহ হাদিসে তারাবিহর সালাত- শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
৭। সহিহ হাদিসে তাবাররুকাতে মুহাম্মদি- শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
৮। যে দুআ এবং যাদের দুআ ফেরানো হয় না- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র.
৯। রিসালাতুল মুআওয়ানাহ- ইমাম হাদ্দাদ র.
১০। প্রিয় নবীজির প্রিয় দোয়া - শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
১১। তাজিমি সিজদা ও কদমবুছি -শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
১২। সহিহ হাদিসে রাসূলের মুচকি হাসি - শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা (প্রকাশিতব্য)
১৩। সহিহ হাদিসে সুন্নাতী দাম্পত্য জীবন - শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা (প্রকাশিতব্য)
১৪। জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আ'লামীন - শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা (প্রকাশিতব্য)
১৫। মাওলিদ বারজাঞ্জি কামিল- ইমাম বারজাঞ্জি (প্রকাশিতব্য)

সওতুল
মদীনা